২২-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের ঠান্ডা জল ছিঁটিয়ে তোমাদের প্রত্যেককে শীতল করতে হবে, তোমরা হলে জ্ঞানের বর্ষা বর্ষণকারী শীতল দেবী"

প্রশ্নঃ- বাবা তোমাদের জ্ঞানের কলস কেন দিয়েছেন ?

উত্তর :- জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত হয়েছে প্রথমে নিজেকে শীতল করে সকলকে শীতল করার জন্যে। এই সময় প্রত্যেকে কাম অগ্নিতে দাহ হচ্ছে। তাদের কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে। আত্মা যখন পবিত্র শীতল হয় তখন দেবতায় পরিণত হতে পারে, তাই তোমাদের প্রতিটি আত্মাকে জ্ঞানের ইনজেকশন লাগিয়ে পবিত্র করতে হবে ।

গীত :- যে প্রিয়তমের সাথে আছে তার জন্য অবিরাম বর্ষা আছে .....

ওমশান্তি। যারা বাবার সঙ্গে তাদের জন্যে বর্ষা । এখন বর্ষা এবং বাবা। তবে বাবার বর্ষা হয় কিভাবে ? আশ্চর্যের কথা তাইনা। দুনিয়া এইসব কথা জানেনা । এই হল জ্ঞান বর্ষা। তোমাদের শীতল দেবী রূপে পরিণত করতে জ্ঞান চিতায় বসানো হয়। শীতল শব্দের বিপরীত শব্দ হল তপ্ত বা গরম। তোমাদের নামই হল শীতল দেবী। একজন তো হবেনা তাইনা। নিশ্চয়ই অনেক হবে, যাদের দ্বারা ভারত শীতল হয়। এই সময় সবাই কাম চিতায় পুড়ছে। তোমাদের নাম এখানে শীতলা দেবী, শীতল করার ক্ষমতা আছে যার। ঠান্ডা জল ছিঁটিয়ে দিতে পারে এমন দেবী। জল ছেটানো হয় তাইনা। এ হল জ্ঞানের জল যা আত্মার উপরে ছেটানো হয়। আত্মা পবিত্র হলে শীতল হয়ে যায়। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া কাম চিতায় বসে কালো হয়েছে। এখন কলস তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। কলস দ্বারা তোমরা নিজেরাও শীতল হও, অন্যদেরও শীতল কর। ইনিও শীতল হয়েছেন । দু'জন একত্রে বসে আছেন তাইনা। ঘর সংসার ত্যাগ করার ব্যাপার নেই এখানে । কিন্তু গো-শালা তৈরি হয়েছে যখন তৈরী হয়েছে কেউ ঘর সংসার নিশ্চয়ই ত্যাগ করেছে। কেন ? জ্ঞান চিতায় বসে শীতল হওয়ার জন্য। যখন তোমরা এখানে শীতল হবে তখনই তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যতক্ষণ তোমাদের দ্বারা কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসী না হচ্ছে তার অর্থ হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস আছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ লড়াই ঝগড়া করেনা। অবিশ্বাসী মানুষ লড়াই করে। অবিশ্বাসী কাদের বলা হয় ? যারা নিজের পারলৌকিক পরম প্রিয় পরম পিতা পরমাত্মাকে জানেনা। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ঘরে ঘরে অশান্তি রয়েছে কারণ পরম পিতা পরমাত্মাকে ভুলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েছে। বেহদের পিতা এবং ওঁনার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানেনা। বেহদের বাবা বোঝান তোমরা অবিশ্বাসী কেন হয়েছ ? বেহদের পিতাকে গড ফাদার বলো, তাহলে এমন পিতাকে কেন ভুলে যাও ? পিতার কর্তব্য তো জানা উচিত। তিনি হলেন বীজরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর .... সর্ব গুণ ওঁনার আছে। ওঁনার গুণ হল আলাদা। ওঁনাকেই বলা হয় - তুমি মাতা পিতা আমরা বালক তোমার ... অর্থাৎ নিশ্চয়ই উনি হলেন মাতা পিতা তাইনা। যতক্ষণ অল্ফকে জানেনা ততক্ষণ কেউ সোজা হবেনা। এই কথা তো জানো যে সত্যযুগে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হত যারা দেবী দেবতা ধর্মের হবে তারা বুঝবে লক্ষ্মী নারায়ণ যথাযথভাবে এই ভারতের সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন। এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা। দেখ, পিতা-শিক্ষক যখন বোঝান তখন চতুর্দিকে দেখেন যে বাচ্চারা ভালোভাবে শুনে ধারণ করছে নাকি বুদ্ধি

অন্য কোথাও বিচরণ করছে ? যেমন ভক্তিমার্গে যদিও কৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে থাকবে কিন্তু বুদ্ধি ব্যবসা ইত্যাদির কথা চিন্তা করবে, একাগ্র চিত্তে সেই চিত্রের সামনেও বসবেনা। এখানেও সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকার দরুন ধারণা হয়না। শিববাবা মায়াকে বশ করার মন্ত্র দেন। বলেন তোমরা নিজের পরম পিতা পরমাত্মা শিবকে স্মরণ কর। বুদ্ধি যোগ ওঁনার সঙ্গে যুক্ত করো। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো ঘরের দিকে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত কারণ তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি পান্ডা রূপে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এ হল শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা। তোমরা হলে শিবের কাছে শক্তি গ্রহণকারী আত্মা। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, তাই লোকেরা ভাবে পরমাত্মা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, এই ড্রামার প্রত্যেকের অনাদি পার্ট রয়েছে । আমিও হলাম ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর । ড্রামার পার্টকে আমি পরিবর্তন করতে পারিনা। মানুষ ভাবে - প্রতিটি পাতা পরমাত্মার হুকুমে নড়ে । তাহলে কি পরমাত্মা বসে প্রতিটি পাতাকে হুকুম দেবেন ? পরমাত্মা নিজেই বলেন - আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। এমন নয় আমার হুকুমে পাতা নড়বে। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান ভারতকে একেবারে কাঙাল করেছে। বাবার জ্ঞান দ্বারা ভারত আবার মুকুটধারী হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো দিলওয়ারা মন্দিরও একেবারে সঠিক অর্থে তৈরি হয়েছে । আদিদেব হলেন দিলওয়ালা সম্পূর্ণ সৃষ্টির দিল বা মন নিয়ে থাকেন । ভক্তদের মন বা হৃদয় যিনি হরণ করেন তিনি হলেন একমাত্র ভগবান। এ হল তারই স্মরণিক । উপরে রয়েছে দেবতাদের চিত্র, নীচে রাজযোগের তপস্যা রত । ১০৮ জন বাচ্চা আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে শিববাবার স্মরণে। তারাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিল। গান্ধীজি বলতেন নতুন দুনিয়ায় রামরাজ্য চাই, কিন্তু সেই নতুন দুনিয়ার রামরাজ্যে আছে পবিত্রতা। সেসব তো করতে পারবেনা। পতিত সৃষ্টিকে পবিত্রে পরিণত করা, এ হল বাবার কর্তব্য। কোনো মানুষ এই কাজ করতে পারেনা। ব্রহ্মাবাবার জন্যে বলা হয় এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের অন্ত সময়ে আমি প্রবেশ করি অর্থাৎ ইনিও পতিত হলেন তাইনা। যারা পবিত্র ছিল তারা পতিত হয়েছে, আবার পবিত্র হয়। নিজেরাই পূজনীয় নিজেরাই পূজারী। যারা পূজারী ভক্ত হয়েছে , ভগবানকে ভক্তরাই প্রাপ্ত করে। বাকি তারা যে মুক্তির জন্যে পুরুষার্থ করে যাতে পার্ট আর করতে না হয়, কিন্তু সেই মোক্ষ কেউই প্রাপ্ত করতে পারে না । ভগবান বলেন - আমিও মোক্ষলাভ করিনা। আমাকেও সার্ভিস করতে আসতে হয়। ভক্তদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হয়। এই ভারতকে মালামাল করতে, হারানো রাজত্ব ফিরিয়ে দিতে, সলভেন্ট করতে আমাকেও পতিত দেহে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। অনেক বার এসেছি এবং আসতে থাকব। ভারতকে ফুলের মতো সুন্দর বানাবো । এ হল অসুরী দুনিয়া, তাকে আমি দৈবী দুনিয়ায় পরিণত করি। যারা যারা আমায় চিনতে পারবে তারা-ই বর্সা প্রাপ্ত করবে। শিববাবা কল্প কল্প ভারতকে বর্সা দিতে আসেন। ওঁনার জয়ন্তী আজকাল আর পালি করে না । ক্যালেন্ডার থেকে ছুটিও বাদ দিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে একমাত্র শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত, অন্য সবার জয়ন্তী পালন করা হল ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ অর্থ হীন। এক পরম পিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী পালন করা হল ওয়ার্থ পাউন্ড অর্থাৎ অর্থপূর্ণ, কারণ তিনি ভারতকে সোনার পাখি করেন। মহিমা একমাত্র ওঁনার-ই। মানুষ ভাবে পতিত পাবনী হল গঙ্গা তবুও একের প্রতি (পূজায়) সন্তুষ্ট হয়না। সর্ব স্থানে ঘুরতে থাকে আর তাতে এটাই প্রমাণ করে যে আমরা আসলে পতিত। জ্ঞানের সাগর তো হলেন একমাত্র পরমাত্মা, যাঁর থেকে তোমরা অর্থাৎ জ্ঞান গঙ্গাদের উৎপত্তি হয়। তোমাদের নাম হল সরস্বতী, গঙ্গা,

যমুনা। গঙ্গা নদীরও মন্দির আছে। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা। তোমরা দেবতা নও। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। গঙ্গার নামে দেবতার চিত্র রেখেছে। তারা কিছুই জানেনা। জ্ঞান গঙ্গা তোমরা হলে শক্তি। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও এই রাজযোগের দ্বারা। এটাই হল প্রকৃত যোগ। বাকি তো সবই অল্পকালের হেল্থ-এর জন্যে অনেক রকমের যোগ শেখানো হয়েছে। এই এক বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে আমরা এভার হেলদী হই। এখন বাবা বসে ভারতকে হেভেন করছেন। যতক্ষণ নিজেকে আত্মা, পরমাত্মার সন্তান রূপে স্বীকার না করা হয় ততক্ষণ বর্সা প্রাপ্ত হয়না, এখানে সবাই হল ব্রাদার্স। ভারতবাসী যদিও বলে আমরা সবাই হলাম ফাদার্স, সবাই ঈশ্বরের রূপ । শিবোহম্ ততত্বম। এখন ফাদার্স সবাই হল দুঃখী, তারা সুখের বর্সা প্রাপ্ত করবে কোথা থেকে। কতখানি ঘোর অন্ধকার। এ হল রাত। জ্ঞান হল দিন। এইসব হল বুঝবার মতো বিষয় ।

বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। তারা হল দৈহিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা আত্মাকে ইনজেকশন লাগাও যাতে আত্মা পবিত্র হয়। বাকিরা সবাই দৈহিক সেবা করে। বাবা বসে বোঝান - কতখানি তফাৎ রয়েছে ! তোমরা গড-কে স্মরণ করে গড-গডেস হচ্ছ। ভগবান নিজেই বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের গোলাম হয়ে এসেছি । এখন আমি বলি তা শোনো। একেই শ্রীমৎ ভগবৎ বলা হয়। তিনিই হলেন উঁচু থেকে উঁচু। কেউ বলে ব্রহ্মা জয়ন্তী হল উচ্চ, তা একদমই নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে যিনি রচনা করেন, তাঁদের কে কাজে লাগান তিনি হলেন শিববাবা তাইনা ! তা নাহলে নতুন সৃষ্টি রচনা হবে কিভাবে ? সব চেয়ে উঁচু জয়ন্তী হল ত্রিমুর্তি শিবের। শিব আসেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সঙ্গে। সুতরাং তাঁরই জয়ন্তী পালন করা যেতে পারে। আজকাল তো কুকুর বেড়াল সকলের জয়ন্তী পালন হয়। কুকুরদের কত স্নেহ করা হয় ! আজকালকার দুনিয়া দেখ কি রূপ হয়েছে ! বলা হয় - সত্যযুগে এই বাঘ ইত্যাদি থাকবেনা। নিয়ম নেই। সত্যযুগে মানুষও সংখ্যায় খুব কম হবে, পশু পক্ষীদের সংখ্যাও কম হবে। অসুখ বিশুক প্রথমে এত ছিলনা। এখন তো অনেক রকমের অসুখ আছে, সুতরাং এই পশু ইত্যাদির সংখ্যা শেষের দিকে বৃদ্ধি পায়। সত্যযুগে গো-মাতা খুব শ্রেষ্ঠ প্রজাতির হয়। বলা হয় কিনা -কৃষ্ণ গরু চড়াতেন। এমন বলা হয়না যে - সত্যযুগে ফার্স্টক্লাস গরু ছিল। দেবতাদের জন্য সেখানে হীরে জহরাতের মহল থাকে আর এখানে ইঁট পাথরের। এইসব হল বুঝবার বিষয় । যারা বুঝবে তারা কখনও স্কুল ছাড়বেনা। মুখ্য উদ্দেশ্যটি না বুঝে এখানে এসে বসলে কিছুই বুঝবেনা। যেখানে সৎসঙ্গ হয় সেখানে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য থাকেনা। এ হল পাঠশালা। পাঠশালায় অবশ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য চাই তাইনা। তোমরা মুখ্য উদ্দেশ্যটি জানো, যাদের ভাগ্যে নেই তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান কখনোই টিকবেনা। জীবনমুক্তিতেও আসতে পারবেনা। যারা পরে আসবে তারা স্বর্গে আসতে পারবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিযোগ সদা এক বাবার দিকে যেন থাকে। পুরানো বাড়ি, পুরানো দুনিয়ার দিকে বুদ্ধি যেন না যায়। এমন একাগ্রচিত্ত অবস্থা তৈরি করতে হবে।

২) বাবার সর্ব গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। প্রতিটি আত্মাকে জ্ঞানের জল ছিঁটিয়ে তাদের তপ্ত ভূমি শীতল করতে হবে।

বরদান :- মনকে অ-মন বা দমন না করে সু-মন করতে পারা দূরদর্শী ভব

ব্যাখা: ভক্তিতে ভক্তজন কত পরিশ্রম করে, প্রাণায়াম করে, মনকে অ-মন (দমন) করে। তোমরা সবাই মনকে এক বাবার দিকে যুক্ত করেছ, বিজী করে দিয়েছ । মনকে দমন করোনি, সু-মন করেছ। এখন তোমাদের মন শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প রচনা করে তাই সু-মন বলা হয়েছে, মনের চঞ্চলতা বন্ধ হয়েছে। সঠিক ঠিকানা পেয়েছে। আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি হয়েছ তাই পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছ।

স্লোগান - যারা সদা খুশীর খোরাক খায় তারা সর্বদা সুস্থ ও খুশীতে থাকে ।